JUN. 02 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ৩ .....

বাড়তি মূল্যে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষাসামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের পাঁয়তারা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নরওয়ে সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্পে ১১ কোটি টাকার শিক্ষাসামগ্রী ক্রয়ে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দেশের বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য মোট ৮টি সামগ্রী অর্থাৎ খাতা, স্কুল ব্যাগ, কাঠ পেন্সিল, ইরেজার, সার্পনার, জ্যামিতি বক্স, স্কেল, টিফিন বক্স ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১১ কোটি টাকার প্রাক্কলনে দুই খাম পদ্ধতির দরপত্র আহবান করে। এতে মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিলেও একটি চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ দরে কাজটি দেয়ার জন্য প্রকল্প পরিচালক ও দরপত্র কমিটি অপর ১৩টি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি প্রস্তাবকেই সুকৌশলে বাতিল করে দিয়েছে। এতে দরপত্রের শর্ত অক্ষুণ্ন রাখা সত্ত্বেও সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাছাই না করে বরং ১৩ জনের দরপত্রই বাতিল করায় সরকারের কমপক্ষে ৪ কোটি টাকার ক্ষতি হবে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, কমপক্ষে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি প্রস্তাব না টিকলে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করে তার আর্থিক প্রস্তাব খোলার বা কার্যাদেশ প্রদান সম্পূর্ণ অবৈধ। কিন্তু এক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতা প্রতিষ্ঠানকেই রেসপন্সিভ করা হয়েছে। আর এজন্য অন্যদের কারিগরি প্রস্তাব সুকৌশলে বাতিল করতে দরপত্রের শর্ত লংঘনপূর্বক দাখিলকৃত স্যাম্পলের চাহিদামাফিক মান বিবেচনা না করে বরং

৩ এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

আত্মসাতের পাঁয়তারা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আকস্মিকভাবে মার্কিং বা গ্রেডিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানকেই সর্বোচ্চ নম্বর দিয়ে সিঙ্গেল টেন্ডারে মালামাল সরবরাহের আদেশ দেয়ার আয়োজন করা হয়েছে। অথচ হায়দার কনস্ট্রাকশন নামের এই প্রতিষ্ঠানটির দর সর্বোচ্চ এবং অন্যদের চেয়ে প্রায় ৪/৫ কোটি টাকা বেশী। তাছাড়া গত বছর একই মালামাল বর্তমান দরের চেয়ে ৪ কোটি টাকা কমে কেনা হয়েছিল। বাতিলকৃত দরদাতারা অভিযোগ করেছেন, টেন্ডারের শর্তানুযায়ী তাদের দেয়া স্যাম্পল প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে কম নম্বর দিয়ে বাতিল করা হয়েছে। অপরদিকে নম্বরের শীর্ষস্থান পাওয়া ৩ জনের আর্থিক প্রস্তাব না খুলে মাত্র একজনের আর্থিক প্রস্তাব খুলে অবৈধ পন্থায় তাকে কার্যাদেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একটি সূত্র উল্লেখ করেছে, যে প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়া হচ্ছে তার মালিকের বাড়ী যশোর এবং শিক্ষামন্ত্রী ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বাড়ীও একই জেলায়।